কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

সরকারি কলেজে পদকাঠামো

বিস্তৃত হোক মানসম্মত উচ্চশিক্ষা

কয়েক বছর ধরেই লক্ষ করা যাচ্ছে, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার বাড়ছে। বাড়ছে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। দেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সবার স্থান সংকুলান হয় না। এর সুযোগ নেয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই শিক্ষার নামে বাণিজ্য করে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের অনেক সরকারি ও বেসরকারি কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আর্থিক সংগতি যাদের নেই তাদের ভরসা এই কলেজগুলো। কিন্তু অধিকাংশ কলেজেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিষয়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স চালু আছে এমন কলেজে নতুন নতুন বিষয়ে কোর্স চালু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে তা সমন্বয় করা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়বে। অনেকে কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স করতে গিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন নতুন কোর্স চালু করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়বে। নতুন কোর্স চালু করতে হলে নিয়োগ দিতে হবে নতুন নতুন শিক্ষক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমীক্ষা কমিটি ১০ হাজার নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাব অবিলম্বে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষকদের মধ্যে পদোন্নতি বঞ্চনার ঘটনাও ঘটে থাকে। পদ নেই, এই অজুহাতে অনেক যোগ্য শিক্ষক পরবর্তী ধাপে পদোন্নতি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। দেখা যায়, এক বিভাগের অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষক হয়তো অন্য কোনো বিভাগের সহযোগী বা সহকারী অধ্যাপকের চেয়ে জুনিয়র। কিন্তু পদ থাকা সাপেক্ষে জুনিয়র শিক্ষকরা অন্য বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকদের ডিঙিয়ে চলে যান। স্বাভাবিকভাবেই এতে শিক্ষকদের মধ্যেও হতাশা দেখা দেয়। পাঠদান প্রক্রিয়াতেও তার প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। সেদিকেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি দিতে হবে। যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সব শিক্ষক যাতে পরবর্তী ধাপে পদোন্নতি পান তা নিশ্চিত করতে হবে।

কলেজগুলোর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নতুন নতুন যে বিষয়গুলো খোলার সুপারিশ করা হয়েছে, তা অবিলম্বে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। নতুন নতুন বিষয় দেশের বিভিন্ন কলেজে ছড়িয়ে দিতে পারলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর থেকে শিক্ষার্থীদের চাপ কমবে। শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণও সহজতর হবে। সমীক্ষা কমিটি শুধু জেলা শহরের সরকারি কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রাখার পক্ষে যে মত দিয়েছে, তা পুনরায় বিবেচনা করতে হবে। উচ্চশিক্ষা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পারলে তাতে দেশের অধিকসংখ্যক মানুষই লাভবান হবে। উচ্চশিক্ষাকে জেলা, বিভাগ কিংবা রাজধানীকেন্দ্রিক না করে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে বিশেষ করে লাভবান হবে মেয়ে শিক্ষার্থীরা। অনেক অভিভাবক এখনো নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মেয়েদের বাইরে পাঠাতে দ্বিধায় থাকেন। উচ্চশিক্ষার সুবিধা তাদের ঘরের কাছে নিয়ে যেতে পারলে মেয়েদের মধ্যেও নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হবে।

শিক্ষার মান বৃদ্ধি এখন বাংলাদেশের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চাই মানসম্মত ও উদ্যোগী শিক্ষক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।